বাজেট

২০২২-২০২৩

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

করোনা প্রতিরোধে সচেতন হোন, সতর্ক থাকুন

অবশ্যই মাস্ক পরিধান করুন

সাবান-পানি দিয়ে নিয়মিত হাত পরিস্কার করুন

পারস্পরিক করমর্দন থেকে বিরত থাকুন

প্রয়োজন অনুসারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন

পারস্পরিক ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন

টিকা নিন

সচেতনতায় মুক্তি

বাজেট
২০২২-২০২৩

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

বাজেট বক্তৃতা ০৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সারসংক্ষেপ ২৩

এক নজরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৬

খাতভিত্তিক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৭

বিস্তারিত বাজেট

- রাজস্ব আয় ২৯
- রাজস্ব ব্যয় ৩২
- সরকারি উন্নয়ন হিসাবের (থোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের) আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৩৮
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি) এর আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৩৯
- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৪১

C4C এর ছক অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট ৪৩

আলোকচিত্র ৫৮

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বাজেট বক্তৃতা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩

প্রিয় নগরবাসী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাজেট ঘোষণার প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী সকল বীর শহীদদের। এছাড়া গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিগত বছর এমনিভাবে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর নিরন্তর ও শাশ্বত মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছিলাম। বাজেট ঘোষণার অনাড়ম্বর স্মরণীয় এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। সারা বিশ্বের মতো মহামারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে আমাদের দেশে গুণী ও বরেণ্য ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুবরণকারী সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আপনারা জানেন, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সব ধরণের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসণ,

সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন নগরী গঠন, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ নগরবাসীকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, নিরাপদ, দারিদ্র্য মুক্ত, আধুনিক, টেকসই এবং পরিকল্পিত জল ও সবুজ বেষ্টিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মানসে ইতোমধ্যে ই-ট্রেড লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া জন্ম-মৃত্যু সনদ অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ই-পানি সরবরাহ বিলিং ও ই-হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং চালু করা হবে। সেবার মান বৃদ্ধিসহ সকল কাজে আমরা আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং আগামীতেও আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

তৃতীয় বার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর আমি প্রথম বাজেট উপস্থাপন করছি। বাজেট এর মূল আলোচনায় প্রবেশের শুরুতেই মহান আল্লাহর নিকট শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির উন্নতির জন্য।

বিগত বছরগুলোতে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। এই ক্ষতি পূরণের জন্য অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বিগত বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হিসেবে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা হিসেবে নগদ প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১৫২১ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছরে ভর্তুকী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিতরণের লক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার টিসিবি'র কার্ড বিতরণসহ এবং ইতিমধ্যে ৪ দফায় পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা প্রতিরোধে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ১৭০ জনকে ১ম ডোজ, ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮৫ জনকে ২য় ডোজ এবং ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৮৪২ জনকে ৩য় ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

নগরীর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ২৭টি ওয়ার্ডে ১১৫৩ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৬৮ জন মশক নিধন কর্মীর মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রিয় নগরবাসী,

নগরবাসীর চাহিদা, প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আপনাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেছি এবং সকলের সহযোগিতা, সমর্থন ও সাফল্যের সাথে বাজেটে প্রস্তাবিত অধিকাংশ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি যদিও করোনা পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়নে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়েছে। নাগরিক সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধির বিষয়ে নগরবাসীর প্রত্যাশা বহুগুণে বেড়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে নাগরিকদের কর প্রদানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে আপনাদের সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

২০১১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের ৬৮টি মাসিক সভায় ২৬৭৯টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০৪৪টি গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ২৮৯১ কোটি ৮৪ হাজার টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬৯২ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮০ হাজার টাকার, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ৯৩১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার এবং কদমরসুল অঞ্চলে ৫০৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে (এলইডি বাতি স্থাপন) ৪৭ কোটি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ কাজে ৩৩৪ কোটি ৭৫ লক্ষ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্পে ১১৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৩ হাজার, রিক্সা, ভ্যান এর টিনপ্লেট তৈরি ও বিতরণ ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন শীর্ষক ২৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে ২০১১-২০১২ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৮৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, গৃহীত এ প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ৩৫৬ কোটি ৩২ লক্ষর ৭ হাজার টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় ১৬৫ কোটি ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে ২৭টি ওয়ার্ডে এ যাবত বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো:

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০১১-২০১৬ (টাকা)	অর্থবছর ২০১৭-২০২১ (টাকা)	অর্থবছর ২০২১-২০২২ (টাকা)	সর্বমোট (টাকা)
ক) সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল ঃ				
১	৮৭৭২৯২৫১.০০	৩৭৭৪৯৪৪৩১.০০	০.০০	১২৫৪৭৮৬৮২.০০
২	৫৬১১৮৯৩৩.০০	৭৯৩৬১০৭.০০	০.০০	৬৪০৫৫০৪০.০০
৩	৮৮১০১৯৫৫.০০	১২০৩০৫৭৫.০০	০.০০	১০০১৩২৫৩০.০০
৪	৬৪২১৬৭৩৩.০০	৮১০২৪৭৯.০০	০.০০	৭২৩১৯২১২.০০
৫	৭৬৭৮৭১৫৮.০০	১৫৪৮৩৮২০.০০	২৪২৩০০০০.০০	১১৬৫০০৯৭৮.০০
৬	৪৫৪৫২৯০৯.০০	৫৮৩৪৭৭২.০০	০.০০	৫১২৮৭৬৮১.০০
৭	৫০৭৮৯৮৮৪.০০	৬৮৬৯১৫২.০০	০.০০	৫৭৬৫৯০৩৬.০০
৮	৭৯০৩২০৬৩.০০	২০৯২৯১৯৫.০০	০.০০	৯৯৯৬১২৫৮.০০
৯	৬৭৬১৭৮৭৪.০০	৪৮৭৩৩৮০.০০	০.০০	৭২৪৯১২৫৪.০০
ডিপিপি				৩৯৫০৩০৫০২৮.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ				২৪২৩৮৮১৫৮.০০
পৌরসভার আমলে টেন্ডারকৃত বিল পরিশোধ				১০৬৫০২৮৯৭.০০
এমজিএসপি				১৬৩৯৬৩১১৩.০০
জাইকা				১৭০৪১৩১১৬৩.০০
			মোট (ক) =	**৬৯২৭১৭৬০৩০.০০**
খ) নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ঃ				
১০	১৯৬১৮২৫৩	৮৩৫৪৬৭৮	৭৪০০০০	২৮৭১২৯৩১.০০
১১	২৯৫১০৮৩৭	১৮৮৮৭০০২	১০৬২০০০	৪৯৪৫৯৮৩৯.০০
১২	৪৩৮১৩২১৬	৪৭০৮০৬০৬	১৪৪৬২০০০	১০৫৩৫৫৮২২.০০
১৩	১৩৫৮৪০৫৭৯	৮৬৩৫৩৩৪৮	২৩১৮০০০	২২৪৫১১৯২৭.০০
১৪	২৯৫২৮০১৪	১২৬৭৪৫৬৮	৮২২০০০	৪৩০২৪৫৮২.০০
১৫	২১৫৯৪০৯১৮	৩৩৬২০০৮৮৫	৩৮০৫২০০০	৫৯০১৯৩৮০৩.০০
১৬	১২৪৫৫৯৭৯১	১৯৪২২৫৯৬১	১২৮৮০০০	৩২০০৭৩৭৫২.০০
১৭	১৫০৮৯৩৬৫	৩৪৭৬৩২৩৬	৭৯২৮৮০০০	১২৯১৪০৬০১.০০
১৮	৩৫১১৪৩০৫	৩৩৮১১৩১৪	১৩৭৯০০০	৭০৩০৪৬১৯.০০
ডিপিপি				৯৯৯৭৭১৭৮৪.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ				৩০৫৯৭৮৫৩৩৪.০০
নগর ভবন			৫০১০৪০০০	৬১৫৭৯৫৫০৩.০০
শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ				২০৫৭৯৯১০০০.০০
এমজিএসপি				৪৮৯৪৩৭১৭৬.০০
জাইকা				৫০৯০৬৪৪২৮.০০
নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ				২০৯৬৪০০০.০০
			মোট (খ) =	**৯৩১৩৫৮৭১০১.০০**
গ) কদমরসুল অঞ্চল ঃ				
১৯	৬৮০২২১৫০	৭০৫০৮৮১৮	৬৩৩০০০	১৩৯১৬৩৯৬৮.০০
২০	২৯১৫৩৪৬৩৭	১৬৯৯৬২৬	৬৯৬০০০	২৯৩৯৩০২৬৩.০০
২১	৭৪৮৬৯৭৮৫	৪৬৫৭৭৭০	৪৩৯৫৯০০০	১২৩৪৮৬৫৫৫.০০
২২	৯৮৭৫২০৯৫	১৮০৫৮৮২৭	১৫২১০০০	১১৮৩৩১৯২২.০০
২৩	১৪৪৩৫৯৬৯৪	২৪৫৮৩৭২১০	১০৩৭৫০০০	৪০০৫৭১৯০৪.০০
২৪	১২১৯৯০৫৩০	২৯৯০৩১৫৯	৯৪৮০০০	১৫২৮৪১৬৮৯.০০
২৫	৬০২০৬২৪৬	২৭৬৩৩০৫২	৯৩৩০০০	৮৮৭৭২২৯৮.০০
২৬	২৩২২৮৫৬০	২০৬৯৭৪৪	৫৩১০০০	২৫৮২৯৩০৪.০০
২৭	৬২১৮৭২২১	১৪৮৫৮৪৬৪	১০৩২০০০	৭৮০৭৭৬৮৫.০০
ডিপিপি				২৩৭১৫০৬১৮৩.০০
এমজিএসপি				২৪৭৮১৭৬৬২.০০
জাইকা				১০০৩৮০৪৪০৯.০০
			মোট (গ) =	**৫০৪৪১৩৩৮৪২.০০**
ঘ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (এলইডি বাতি স্থাপন)				৪৭০০০০০০০.০০
ঙ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ।				৩৩৪৭৫০১০০০.০০
চ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প				১১৪৪২০৩০০০.০০
ছ) রিক্সা, ভেন এর টিনপ্লেট তৈরি ও বিতরণ				১৫৮৩০০০.০০
জ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ণ				২৬৬১৯০০২৪৩.০০
			সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)	**২৮৯১০০৮৪২১৬.০০**

আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি ফর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প :

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও জিওবি'র অর্থায়নে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে পার্ক, রাস্তা, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন করা সহ বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ এবং Surface Water সরবরাহ ব্যবস্থা বর্ধিত করা হবে। এতদ্ব্যতীত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শেষ হবে এবং এবছরই বিনিয়োগ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের সহায়তায় ৪৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২টি প্যাকেজে ৩৫.৭৭ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ২২.০৯ কি.মি. বিসি রোড নির্মাণ, ৭৯.২৯ কি.মি. আরসিসি রাস্তা, ৯০.৫৩ কি.মি. আরসিসি ড্রেন, ৮.৭৫ কি.মি. ফুটপাতসহ আরসিসি ড্রেন, ৭৩৩২টি বাতি স্থাপন, ৪.৮১ কি.মি. খাল সংরক্ষণ, ১৪টি কবরস্থান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ৯টি ঘাটলা নির্মাণ, ১৫টি খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সবুজায়ন এবং ৪৯৩০টি বৃক্ষরোপণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ৪২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।

কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের সহায়তায় ৩০১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ (২৫২ কোটি ৮১ লক্ষ) ২.৬ কি.মি. বাউন্ডারী ওয়াল, ০.৫৫ কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ২.২৫ বর্গ কি.মি. কার ওয়াশিং শেড নির্মাণ এবং ২২টি যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। ইতোমধ্যে ১৪টি যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষে ১৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট অন্যান্য কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

কদমরসুল সেতু :

নারায়ণগঞ্জবাসীর বহুল প্রতিক্ষিত শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নির্মিতব্য কদমরসুল সেতু গত ৯ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ৫৯০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৩৮৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১২.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট সেতুটি নির্মিত হবে যা নগরীর দু'প্রান্তকে সংযুক্তির মাধ্যমে দুপাড়ের পারাপারের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং জনজীবনে ব্যাপক স্বস্তি ও স্বনির্ভরতা বয়ে আনবে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Joint Venture of Dong-Sung Engineering (Korea), DM Engineering & Management (Korea), EPC (Bangladesh) and S&F (Bangladesh) ব্রিজের ড্রয়িং ও ডিজাইন চূড়ান্ত করেছে এবং প্রাক-যোগ্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই দরপত্র আহবানপূর্বক ব্রিজের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে।

কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিষ্কাশনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩৪৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে "নারায়ণগঞ্জ সিটি

কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৩৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের লক্ষে জালকুড়িতে ২৩.২৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ব্যয় ২৯৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.১৮ কি.মি. রাস্তা, ২ কি.মি. আরসিসি ড্রেন, অফিস ভবনের চারপাশে ৩৭১৭ বর্গমি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, লিচিট পন্ড, গ্রিন পন্ড, গ্রে-ওয়াটার পন্ড, গ্যারেজ ও ওয়েটিং রুম সহ ময়লা-আবর্জনা আহরণ ও অপসারণের জন্য ট্রাক, ট্রলি, হুইল টাইপ বোলডুজার, চেইন ডোজার, ওয়েব্রিজ এবং সাকশন ক্লিনার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া দৈনিক ৬০০ টন বর্জ্য প্রক্রিয়া করে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে UD Green Energy (NCC Bangladesh) Company Ltd. এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে ১৮ (আঠার) মাস সময় লাগবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ নগরীকে পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে ৬০০টি পরিবারের প্রায় ২৭৬০ জন হরিজন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে ১১৩৮ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। কিছু সেবক নগরীর অন্যান্য অফিস, আদালত, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ও ব্যক্তিগত ভবনে পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে ন্যুনতম বাসস্থান, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহ করা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক দিক বিবেচনা করে সরকারি সহায়তা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে ১১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে ১৭নং ওয়ার্ডস্থ ঋষিপাড়ায় ৩টি ভবনে ২৬১টি ফ্ল্যাট, ১২নং ওয়ার্ডস্থ ইসদাইরে ২টি ভবনে ১০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৫নং ওয়ার্ডস্থ টানবাজারে ২টি পাইলিং কাজ শেষ হয়েছে। অদ্য পর্যন্ত বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ৬১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন সমস্যা লাঘবের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প :

বিশ্ব ব্যাংক ও সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে MGSP (মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প) এর অধীনে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ৬৩টি প্যাকেজে এ যাবৎ ৭২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৬ কিলোমিটার রাস্তা, ২৪ কিলোমিটার ড্রেন, ৮.৫ কিলোমিটার ফুটপাত, ২.৩ কিলোমিটার স্ট্রিট লাইট ও ৮ কিলোমিটার সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ২২০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্যাকেজে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (৯.৫৪ কি.মি. রাস্তা, ১১.৬ কি.মি. বক্স ড্রেন, ০.৭ কি.মি. আরসিসি পাইপ ড্রেন, ৬.৯২ কি.মি. ফুটপাত, ১০টি আরসিসি ব্রিজ, ৫টি ফুট ব্রিজ, ১টি আরসিসি ঘাটলা এবং ৩টি ভিউইং ডেক)। তৎমধ্যে ২২০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

সিটি গভারনেন্স প্রকল্প :

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (JICA) ও জিওবি'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের (CGP) এর অধীনে ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে মোট ৩২৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে (৪৩.৬০ কি.মি. আরসিসি ড্রেনসহ রাস্তা, ২৯৭.২৫ মি. ব্রিজ, ১৪.১৪ কি.মি. ড্রেন, ৫.৫ কি.মি. খাল সংরক্ষণ, ৩.৯ কি.মি. ওয়াকওয়ে)। তৎমধ্যে ২৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬১ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৪৮টি, কদমরসুল অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৩৮টি এলইডি সড়কবাতি স্থাপনের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩২০ কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। JICA'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

নিজস্ব অর্থায়ন ও বার্ষিক কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন :

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সিটি কর্পোরেশনের সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গত অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৯২ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। এছাড়া চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে শর্তানুযায়ী ম্যাচিং ফান্ডে ১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতার দাবীদার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানীত নাগরিকবৃন্দ।

পানি সরবরাহ :

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগঞ্জ মড্স অঞ্চলের পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করে। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহের লাইনসমূহ অতি পুরাতন, যার ফলে প্রায়সই পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল সৃষ্টি করে ময়লা প্রবেশ করে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া অবৈধ সংযোগ আর সিস্টেম লসের কারণে সরবরাহকৃত পানির পরিমান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় নারায়ণগঞ্জ মড্স এর মাসিক রাজস্ব আয় ছিল ১২০.০ লক্ষ টাকা (প্রায়) এবং ব্যয় ছিল ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়)। মাসিক মোট ভর্তূকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভর্তুকি সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া হয়।

- পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, নতুন লাইন স্থাপন ও পানির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক প্রতিবেদন (Inception Report) দাখিল করেছেন। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই পানি সরবরাহ কার্যক্রমের জন্য পানি শোধানাগার সংস্কার/নির্মাণ, নতুন টিউবয়েল স্থাপন, জরাজীর্ণ ও পুরাতন

পানির লাইন প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু হবে। এছাড়া পুরাতন ও জরাজীর্ণ পানির লাইন নিজস্ব অর্থায়নে সংস্কার ও পুনঃস্থাপনের কাজ চলমান আছে।

- পানির জরুরি সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মধ্যে ৭টি স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। সাব-মার্সিবল পাম্প বুয়েটে টেস্ট করার জন্য পাঠানো হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত পানি উত্তোলন আরম্ভ হবে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষে ইতোমধ্যে শীতলক্ষ্যা-মেঘনা ও ধলেশ্বরী-মেঘনা নদীর মোহনায় ১৭ কোটি লিটার/দিন (১৭০ এমএলডি) ও ৩৩৫ কোটি লিটার/দিন (৩৫০ এমএলডি) ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পানি শোধনাগার স্থাপনের জন্য ১৯২৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ই-পানি সরবরাহ বিলিং সফটওয়্যারের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই সফটওয়্যারের পাইলটিং শুরু করা হবে।
- মিটারবিহীন ১০টি ডিপ টিউবওয়েলের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাসকল্পে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল মনিটরিং এর জন্য Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- গোদনাইলে ভারতীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২.৫ কোটি লিটার/দিন (২৫ এমএলডি) ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকার ডিপিপি প্রস্তাব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সিটি কর্পোরেশনের সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা কষ্টসাধ্য। এরপরেও তাদের কাঙ্খিত চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়—

১. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন;
২. শেখ হাসিনা বিজ্ঞান কমপ্লেক্স;
৩. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ভূমি অধিগ্রহণ সহ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প;
৪. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ এবং
৫. নারায়ণগঞ্জ শহরে এলইডি স্ট্রিট লাইট স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরো বেশি নিজস্ব আয়ের উৎস প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান সচল রাখতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ভূমিতে বেশ কিছু মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে, আরো কয়েকটি মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে-

- শিমুল সিটি প্লাজা-৩;
- মাধবীলতা সিটি প্লাজা-৪;

- ৫তলা বিশিষ্ট গোডাউন কাম আবাসিক ভবন;
- সিটি দোয়েল প্লাজা-১;
- করবী সিটি প্লাজা-২;
- করবী সিটি প্লাজা-৩;
- করবী সিটি প্লাজা-৪;
- করবী সিটি প্লাজা-৫;
- আঙিনা সিটি প্লাজা;
- পদ্ম সিটি প্লাজা-৫ (কার পার্কিং);
- পদ্ম সিটি প্লাজা-৭;
- পদ্ম সিটি প্লাজা-৮;
- সিটি তরুলতা প্লাজা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন;
- কদমরসুল অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে সোনাকান্দা সিটি মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান আছে;
- সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলেও দোলনচাঁপা সিটি প্লাজা-১ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের খেলার মাঠ নির্মাণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন :

১. চিত্তরঞ্জন খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১০
২. নির্মাণাধীন ডিএসএস ক্লাব মাঠের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৬
৩. শেখ রাসেল পার্কের খেলার মাঠ, ওয়ার্ড-১৬
৪. নির্মাণাধীন মদনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার মাঠের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
৫. মদনগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
৬. লঞ্চঘাট রোডের পাশে খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
৭. নির্মিতব্য মাহমুদনগর খেলার মাঠ ও কবরস্থান, ওয়ার্ড-২০
৮. সোনাকান্দা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড-২০
৯. সোনাকান্দা ডকইয়ার্ড খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২০
১০. সিরাজউদ্দৌলা ক্লাব মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২২
১১. নবীগঞ্জ খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৪
১২. লক্ষণখোলা খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৫
১৩. নির্মাণাধীন গোকূল দাসের খেলার মাঠ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৭

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় খাল খনন, সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ :

১. বাবুরাইল খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ (শীতলক্ষ্যা থেকে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত ৩.৮ কি.মি)
২. সিদ্ধিরগঞ্জ লেক সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ (৫.২ কি.মি)
৩. মদনগঞ্জ খাল পুনঃখনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
৪. সোনাকান্দা খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২০
৫. ত্রিবেনী খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২১

৬. লুহিয়া খাল পুনঃখনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সৌন্দর্যবর্ধন ও আলোকিতকরণ, ওয়ার্ড-২৪
৭. লক্ষণখোলা খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২৫
৮. কুটিরবন খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড ২৬-২৭
৯. হরিপুর মুরাদপুর খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২৭

উল্লেখিত প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ডিজিটালাইজেশন :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব www.ncc.gov.bd ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ ও National Portal Framework এর সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে নগরবাসী অতি সহজে সিটি কর্পোরেশনের তথ্যসহ সরকারি সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/nagarbhaban) এবং ইউটিউব চ্যানেল (https://www.youtube.com/narayanganjcitycorporation) নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের সকলস্তরে ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে নাগরিকদের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক সেবা দ্রুত, সহজে ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় প্রদানের লক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১। ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সফটওয়্যার প্রণয়ন :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ৩০ হাজার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা এবং নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা এই সেবার আওতায় আসবে। ট্রেড লাইসেন্স সেবা গ্রহীতাগণ সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

২। ই-পানি সরবরাহ বিল সফটওয়্যার প্রণয়ন :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে পানি সরবরাহ বিল অটোমেশন সফটওয়্যার প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ৩০ হাজার গ্রাহক ও নতুন গ্রাহকদের এই অটোমেশনের আওতায় আনা হবে এবং সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পটির পাইলটিং চলছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে পানি সরবরাহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

৩। ই-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সফটওয়্যার প্রণয়ন :

নারায়ণগগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করার জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ৬০ হাজার গ্রাহক ও নতুন গ্রাহকগণ এই অটোমেশনের আওতায় আসবে এবং সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পটির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে হোল্ডিং ট্যাক্স সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

৪। আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার এর সফটওয়্যার প্রণয়ন :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার এর সফটওয়্যার প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এই সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পাঠাগার ব্যবস্থাপনা সহজ হবে এবং পাঠাগার ব্যবহারকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

দারিদ্র বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় অবদান :

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য FCDO, UNDP বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ, কমিউনিটি সংগঠন তৈরি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা, বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে শিক্ষা সহায়তা, জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবকাঠামো উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ/মেরামত ঋণ অনুদান, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন :

- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৯৪৩টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮৭টি সিডিসি গঠন করা হয়েছে, যার আওতায় মোট ৪৪২৬২টি পরিবারকে সংগঠিত করা হয়েছে;
- প্রতিটি দলের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- এ কর্মসূচির আওতায় ৩৮৯৮টি পরিবারের মধ্যে প্রকল্প তহবিল ও ঘুর্ণায়মান তহবিল হতে এ পর্যন্ত মোট ৬,৯৯,১৯,২১০/- টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য মাসিক স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে মোট ৩,৪২,০৩,০০৫/- টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করা হয়েছে;
- ৮৩৭ জন হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৪৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪২০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- CHDF-এর আওতায় ৩৮ জন হতদরিদ্র পরিবারকে গৃহ সংস্কারের জন্য মোট ৫৩ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে আরো মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে;
- ৬৫৯ জন হতদরিদ্র মহিলার মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষে ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা মূলধন হিসেবে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি বাবদ ৯,৪৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন :

- ৭৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৪৯ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৯৩.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৩১৪২ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে;
- ৪১.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮০০ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে ২১.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ২০১২ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হবে;
- ৪৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৬টি গভীর নলকূপ ও ৩৮৪টি পানির ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে ১৪২.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮টি গভীর নলকূপসহ ১১২টি পানি কালেকশন পয়েন্ট ও ৪২০০ মিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে;
- ৩২.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৬টি কমিউনিটি ওয়াসরুম/গোসলখানা নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৯.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন (সেপটিক ট্যাংক সহ) নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৩৮.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৬টি টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে;
- চলতি অর্থবছরে ৬, ২৪ ও ২৫নং ওয়ার্ডে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ তহবিলের আওতায় বিশেষ ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ করা হবে;
- চলতি অর্থবছরে ১০৮টি (সম্ভাব্য) দরিদ্র পরিবারকে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা গৃহ মেরামত/নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন :

- নারীর ক্ষমতায়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৯৪৩টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে;
- নির্বাচনের মাধ্যমে টাউন ফেডারেশন, নিবন্ধিত কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড কমিটি (CHDF), ১৪টি ক্লাস্টার এর নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে নতুন কমিটিসমূহের ২ (দুই) বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাবে বিধায় নতুন করে আবারও তাদের নির্বাচন আয়োজন করা হবে;
- নারী প্রধান পরিবারসহ সকল উৎসাহী নারীদের দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ছকে এ বছর প্রতিটি (২ বছরের অধিক মেয়াদী কমিটি) কমিটি'র কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে;
- এ কর্মসূচির আওতায় ৩৩৫৫ জন নারীকে ২৩.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৬০০ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পুঁজি সহায়তা বাবদ ৬১.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯২ জনকে ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- এ পর্যন্ত ৯৩ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৮.৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ১৮০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিসংতা প্রতিরোধে ১০টি Safe Community Committee গঠন করা হয়েছে এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ৪৫০ জন কিশোরির ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতন ও সুরক্ষা বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;
- এছাড়া ১৪৯২ জন গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি খাদ্য সহায়তা বাবদ ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;
- এছাড়াও ৯৩ জন ঝরে পড়া শিশুকে শিক্ষার মূল ধারায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষা উপকরণ যথা- বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, স্কুল ব্যাগ, ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক, জুতা, মোজা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকরণাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে;
- ১৫ জন যুব মহিলাকে আত্মরক্ষামূলক কারাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি :

সিটি পর্যায়ে Multi Sectoral Nutrition Coordination Committee গঠনের মাধ্যমে শহরে সমন্বিতভাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের আওতায় ১১৫ জন বর্জ্য সংগ্রহকারী সহ ১৫০০০ দরিদ্র ও ৭০০ হতদরিদ্র পরিবারকে ১৬৬৪৩ হটলাইন নম্বরে (ডাক্তার ভাই) কল করে ২৪/৭ স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি নগরের ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ মোট ১৪টি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা (ওপিডি এবং আইপিডি) যেমন চিকিৎসা, ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও বীমা সুবিধা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে;
- ইউনিলিভার বাংলাদেশ লি. ও ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন এবং ইএসডিও এর তত্ত্বাবধানে প্লাস্টিক ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে নগরের বর্জ্য বিশেষ করে পরিবার পর্যায়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মডেল পাইলটিং এর কাজ চলমান রয়েছে;
- স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন এলাকায় ৪৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;
- এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মা, ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা, কিশোরী প্রজনন শিক্ষা এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়;
- বস্তি ও দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এলাকাভিত্তিক মাসিক সভার আয়োজন করা হয়;
- ৪৮৭৬ জনকে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ জনকে প্রজনন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৩টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ০১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। নগর মাতৃসদনে মা ও শিশুর সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা যেমন নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান অপারেশনসহ দন্তরোগ ও চক্ষু রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ও স্বল্প খরচে সকল ধরনের ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার জন্য ২টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল এনালাইজার মেশিন, ২টি থ্রিডি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ও প্রিন্টারসহ ৪টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এপ্রিল, ২০২২-এ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩ ও নগর মাতৃসদনে ২টি হরমোন এনালাইজার মেশিন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্যসেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবাসমূহ :

১. গর্ভকালীন সেবা
২. গর্ভপরবর্তী সেবা
৩. নরমাল ডেলিভারী
৪. সিজারিয়ান ডেলিভারী
৫. নবজাতক শিশু স্বাস্থ্যসেবা
৬. ইপিআই সেবা
৭. পরিবার-পরিকল্পনা সেবা
৮. এমআর-ডিএন্ডসি
৯. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
১০. কিশোর-কিশোরী সেবা
১১. আল্ট্রাসনোগ্রাম (৫০% কম মূল্যে) ২৪ ঘন্টা
১২. ল্যাবরেটরী পরীক্ষা (৫০% কম মূল্যে)
১৩. বন্ধাত্বজনিত সেবা
১৪. ডায়রিয়া সেবা
১৫. সাধারণ সেবা
১৬. দন্ত সেবা
১৭. চক্ষু সেবা
১৮. ডায়াবেটিক সেবা
১৯. চর্মরোগের সেবা
২০. শ্বাস কষ্টজনিত সেবা
২১. ভায়া টেস্ট
২২. ১০% কম মূল্যে ঔষধ সেবা
২৩. ২৪ ঘণ্টা এম্বুলেন্স সেবা

ডায়ালাইসিস সেন্টার:

নগরীর কিডনী জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের স্বল্প মূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের জন্য দেওভোগস্থ এনসিসি'র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে কিডনী

ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ৮টি মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন ২৪ জন রোগী ডায়ালাইসিস সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী কর্তৃক উদ্বোধনের পর হতে ৩১ জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন সেশনে সর্বমোট সর্বমোট ৩০৪৩টি ডায়ালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে।

মমতাময়ী নারায়ণগঞ্জ :

২০১৮ সালের এপ্রিলে UK Aid এর সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর দুঃস্থ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও মানবিক সাহায্য দেয়ার উদ্দেশ্যে মমতাময়ী নারায়ণগঞ্জ কার্যক্রম শুরু করলেও অর্থের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি ৯ মাস No Cost Extension এর মাধ্যমে চলমান ছিল। বর্তমানে Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ও আয়াৎ এডুকেশন গত এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নসহ চলমান রাখার দায়িত্ব গ্রহণ গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে নগরীর ১৬টি ওয়ার্ডে গরীব ও দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, ঔষধ ও ফুড প্যাক সরবরাহ করে থাকে।

এমএসিপি (UNICEF) :

নগরীর ৩টি অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডে চলমান স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় জনবল ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ইউনিসেফ বাংলাদেশের অর্থায়নে MACP প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২১ জন টিকাদানকারী, ৮ জন প্যারামেডিক, ৯ জন টিকাদান সুপারভাইজার, ৯ জন পোর্টার ও ৩ জন আইটি পারসন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ করে যাচ্ছে। UNICEF নগরীর স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কাজের মানোন্নয়নে প্রতি তিন মাস অন্তর জিএ, এনজিএ সহ সমন্বয় সভা অব্যাহত রাখছে।

আলো ক্লিনিক :

UNICEF এর অর্থায়নে ও PHD নামক এনজিও এর সহায়তায় নগরীর ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজায় 'আলো ক্লিনিক' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সকল নাগরীককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। আপাতত নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা শহরের ৫টি ওয়ার্ডে এ প্রকল্পের পাইলটিং হলেও পরবর্তীতে সকল সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে এ ধরনের ক্লিনিক কার্যক্রম চালু হবে।

মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

নারায়ণগঞ্জ নগরীর মেডিক্যাল বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২৭ জুলাই, ২০২২ তারিখ জালকুড়িতে অবস্থিত Incineration Plant উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে নগরীর হাসপাতাল, ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে। এটি একটি গ্রিন প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সোলার বিদ্যুতের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে প্রদান করা হবে ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। প্রতিদিন দেড় থেকে দুই টন বর্জ্য ভস্মীকরণ করা হবে। এই প্লান্টে ব্যবহৃত পানি রিসাইকেল করে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি ভস্মীকরণের ফলে কোন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ হবে না। এছাড়া ভস্মীকরণের ফলে উৎপাদিত ছাই সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় এ

Incineration Plant প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশনার মাননীয় মেয়রের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ২টি মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহকারী গাড়ির চাবি, মেডিক্যাল বিন এবং সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করেন।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আগামী ২০ বছর সময়সীমাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং দারিদ্র্যমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মেয়াদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা উল্লেখ করা হলো:

৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা :

১. শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের সংযোগ স্থাপনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫নং ঘাট এলাকায় প্রায় ৫৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ০২ (দুই) লেনবিশিষ্ট সেতু নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালে জাতীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ১৩৮৫ মিটার এবং প্রস্থ ৩০০ মিটার। এই সেতুটি নারায়ণগঞ্জ নগরীর প্রাণকেন্দ্রের সাথে কদমরসুল অঞ্চলের যোগাযোগকে সহজ করবে;

২. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন সহ ড্রেন নির্মাণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে;

৩. নগরীর বিদ্যমান ছোট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং বর্ধিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৪. থ্রি-আর (হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা। ইতোমধ্যে জালকুড়িতে ৬০০ টন বর্জ্য হতে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া কদমরসুল অঞ্চলের লক্ষণখোলা ও ধামগড় এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৭০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে;

৫. নারায়ণগঞ্জ নগরীর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে সমন্বিত পরিবহন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৬. নারায়ণগঞ্জ নগরীর রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল ও লঞ্চ টার্মিনালের সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) চলমান রয়েছে;

৭. স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৮. সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা;

৯. সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করা;

১০. দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর পরিধি সম্প্রসারণ করা;

১১. যানজট নিরসনে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ সহ আধুনিক ও উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া;

১২. সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচা বাজারসমূহের উন্নয়ন করা;

১৩. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা;
১৪. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বৃদ্ধি করা;
১৫. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে কলরব স্কুল ও অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
১৬. নারায়ণগঞ্জ নগরীতে বিদ্যমান ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া;
১৭. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৮. সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা;

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা :

১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে;
২. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।
৩. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে তোলা।
৪. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।
৫. সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণ করে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শোধনাগার নির্মাণ করা।
২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশোধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
৪. পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালি বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশোধনাগার স্থাপন করা।
৬. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ ও দখলমুক্ত করে শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সবুজায়ন করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিরিখে আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন এ বাজেটে কোন নতুন কর আরোপ করা হয়নি বা কর বৃদ্ধি করা হয়নি। আমি আজকের এই বাজেট অধিবেশন সভায় ২০২৩-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়নে মোট ৫৮৮ কোটি ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার ৬৩৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সারসংক্ষেপ

একনজরে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

আয়

১। রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয় ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২০২৩
ক)	গৃহ ও ভূমি কর	৯৩২৪০৩১৪.০০	১২৯৮৯৯২৯৫.০০	১১২১০৭৩০০.০০
খ)	ময়লা নিষ্কাষন কর	৯৩২৪০৩১৪.০০	১২৯৮৯৯২৯৫.০০	১১২১০৭৩০০.০০
গ)	আলো কর	৬৬৬০০২২৪.০০	৯৮৪২৮০৬৭.০০	৮০১৭৫০০০.০০
ঘ)	সারচার্জ	১২৯৮৬৯৯৪.০০	১৬১৯৩১৬৮.০০	১৯০২৪০০০.০০
	রি-বেট	১৫৮৩০৯৫২.০০	২৪৫০৭২১০.০০	৩৮০২০০০.০০
ঙ)	স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর কর	১৮৩৭৩৯০৩৮.০০	২৫০০০০০০০.০০	২৫০০০০০০০.০০
চ)	পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৬৯৫৩৫৪৩০.০০	৭০০০০০০০.০০	৯০০০০০০০.০০
ছ)	বিজ্ঞাপন কর	১৩৭৮৭৩৫.০০	৫০০০০০০.০০	১৫০০০০০০.০০
জ)	প্রমোদকর	৪২০০০০.০০	২৬৬৩৮৪৩.০০	১৮৪০০০০.০০
ঝ)	যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)	০.০০	০.০০	২৩৭৩০১৮০.০০
ঞ)	বিভিন্ন ফিস	৪২৩২৩২৭৫.০০	৩৪১৫৮০০০.০০	৩৯৫১৫০০০.০০
ট)	বিভিন্ন ইজারা	৪৬৬৭৬১১০.০০	৩৬৯৩৪৮৩২.০০	৩৮৬০২০০০.০০
ঠ)	অন্যান্য	৬৭৩৯৬৩৬৩.০০	১০৪৮৯২৪৬৫.০০	১০৭২০০০০০.০০
ড)	নগর দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	০.০০	০.০০	২০০০০০০.০০
ঢ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১৩৮০৩৬৭৮.০০	২৬৮৬৩৪০৫.০০	২৭৯৫০০০০.০০
ণ)	মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	২৯২২১৩২৬১.০০	৩০০০০০০০০.০০	৫০০০০০০০০.০০
ত)	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান	১০০০০০০০.০০	১১০৭২০০০.০০	১২০০০০০০.০০
থ)	পানি সরবরাহ	২০৪১০২৯৪৫.০০	২২৩৩১২৫১৮.০০	২৪৮৮২৬০০০.০০
মোট		১১৮১৮২৫৭২৯.০০	১৪১৪৮০৯৬৭৮.০০	১৬৭৬২৭৪৭৮০.০০

২। উন্নয়ন আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয় ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২০২৩
ক)	সরকারী প্রদত্ত উন্নয়ণ সহায়তা (থোক)	৬৫৬০৫০০০.০০	৮৩৭৫৬০০০.০০	১০০০০০০০০.০০
খ)	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা (বিশেষ)	৭১৮৫০০০০.০০	১০৬০০০০০০.০০	৬০০০০০০০.০০
গ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	৪৫৭২১৪১৬৮.০০	৯০২৩১৩৯০৫.০০	৪৮৯৭৭৬৪৭৯.০০
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা	১৫৯৪৯৬৩২১৩.০০	২৭৯২৯৭৫০০০.০০	৩১৯৩৯০০০০০.০০
মোট		২১৮৯৬৩২৩৮১.০০	৩৮৮৫০৪৪৯০৫.০০	৩৮৪৩৬৭৬৪৭৯.০০
মোট আয় (১+২)		৩৩৭১৪৫৮১১০.০০	৫২৯৯৮৫৪৫৮৩.০০	৫৫১৯৯৫১২৫৯.০০
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৩০০৯৫৫২৩৪.০০	১০৫৬৫৯৭৩৪৫.০০	৩৬৬৯৫৯৩৭৯.০০
সর্বমোট		৫৬৭২৪১৩৩৪৪.০০	৬৩৫৬৪৫১৯২৮.০০	৫৮৮৬৯১০৬৩৮.০০

ব্যয়

১। রাজস্ব ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	বাজেট ২০২২-২০২৩
ক)	মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা	২৩৬১৬২৪১.০০	২১৯৪৪০৪৯.০০	২৫০০০০০০.০০
খ)	কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি	৯২৮০৫৫৮৮.০০	১০০৩০০৮১৭.০০	১৫৮৩০০০০০.০০
গ)	যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও অফিস পরিচালন	২৯৮৬১৬৩০.০০	৩৭৬০২৭৫৯.০০	৪৭৮৭০০০০.০০
ঘ)	শিক্ষা ব্যয়	৭৭৭৯৫.০০	৭৩০৬৫১.০০	৬২১০০০০.০০
ঙ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৪৯৫১৬৩০.০০	৪৮৫১৬৪৩৮.০০	৩৭০০০০০০.০০
চ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৯৬২২৫২০.০০	২১৯৩২৬৮৫.৬০	২৩৫৩০০০০.০০
ছ)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিস্কাশন	১৩২৮৯৩৩৭৪.০০	১৩১০৮৩৪২৬.০০	১৭৭০০০০০০.০০
জ)	বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০০.০০
ঝ)	শিক্ষা ও ক্রীড়া	২৮১৯১৫.০০	১৭০০০০.০০	১২০০০০০.০০
ঞ)	কর ধার্য্য ও কর আদায়	০.০০	৪০০০০০.০০	৮০০০০০.০০
ট)	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৮২৩৯০০.০০	২৮০৪৪০০.০০	৬৫০০০০০.০০
ঠ)	দারিদ্র দুরীকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ	২০০০০০.০০	৩১৯১৯৪.০০	৭১০০০০০.০০
ড)	ভূমি উন্নয়ন কর	১৮৯৬২৭.০০	১৭৭০১৬.০০	৫০০০০০.০০
ঢ)	আইন খরচ ও পরচা দাখিলা উত্তোলন	২২৭১২৯০.০০	১৮২৬১০০.০০	২৫০০০০০.০০
ণ)	জাতীয় দিবস উদযাপন	৯০৩৮০২৩.০০	২০৭২৬২৯.০০	৩০০০০০০.০০
ত)	বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	০.০০	৪৪৭৯৬.০০	৫০০০০০.০০
থ)	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী ত্রাণ	২৮৭৭১৬৪.০০	১৫১৬৪৪৬৮.০০	৫৫০০০০০.০০
দ)	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জরুরী ত্রাণ ও পরিবহন	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
ধ)	দক্ষ শ্রমিক/আউটসোর্সিং পারিশ্রমিক	৩১৫০৪৬৫০.০০	৩৪৬৬৫৩৬০.০০	৩০০০০০০০.০০
ন)	ইজারার ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ	৪৭৬২২৬৪১.০০	৫৪১৩২৫৪৭.০০	৪০০০০০০০.০০
প)	বিবিধ	১৬৭১২৯৮০.০০	১৯৯০৪৫৮০.০০	৫৮১০০০০০.০০
ফ)	বিএমডিএফ ঋণ পরিশোধ	২৫২২৭২৯.০০	৯৬৭৫২৫.০০	০.০০
ব)	এমজিএসপি ম্যচিং ফান্ডে স্থানান্তর	১০৪৬৩৫২৬.০০	৩০২৮৬০৫১.০০	০.০০
ভ)	বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্পের ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	০.০০	১০০০০০০.০০	৫০০০০০০০.০০
ম)	গভারনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
য)	পানি সরবরাহ	১৩৪৯৫৯৫০১.০০	২৮৬৮৫৩৪১২.০০	২৬৮৭২৫০০০.০০
র)	আন্তর্জাতিক তহবিলের চাঁদা	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
মোট		**৫৯৩২৯৬৭২৪.০০**	**৮১২৯৯৮৯০৩.৬০**	**৯৫১৮৩৫০০০.০০**

২। উন্নয়ন ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	বাজেট ২০২২-২০২৩
ক)	অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (রাজস্ব)	১৮৮০১৬২৯১.০০	২৮২০০০০০০.০০	১৬৫৫০০০০০.০০
খ)	মার্কেট নির্মাণ (রাজস্ব)	৩৪৬৮৩২৩৫৩.০০	৩১৭৫৮২৮২৫.০০	৩৫৪৫১৫০০০.০০
গ)	অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব)	৬২৫০১৫০৭.০০	৬৯৭০০০০০.০০	১০৭৫০০০০০.০০
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭৫৪২৭৩৩৯.০০	১৮২২৫১০৭০.০০	২৩২০০০০০০.০০
ঙ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি)	২০১০৯৮৩৮৩৭.০০	২৭৫৯০৪৫৭৮১.০০	৩২৯৩৯০০০০০.০০
চ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	১১২৬৫৬৭৬৬০.০০	১৫৫২৫৯৩৩৩৮.০০	৪৮৯২৭৬৪৭৯.০০
মোট		**৪০১০৩২৮৯৮৭.০০**	**৫১৬৩১৭৩০১৪.০০**	**৪৬৪২৬৯১৪৭৯.০০**
সর্ব মোট ব্যয় (১+২)		**৪৬০৩৬২৫৭১১.০০**	**৫৯৭৬১৭১৯১৭.৬০**	**৫৫৯৪৫২৬৪৭৯.০০**
উদ্ধৃত্ত (আয়-ব্যয়)		**১০৬৮৭৮৭৬৩৩.০০**	৩৮০২৮০০১০.৪০	২৯২৩৮৪১৫৯.০০

প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। সাংবাদিকগণ সমাজের বিবেক ও দর্পণ হিসেবে কাজ করেন। সমাজের যে কোন উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে আপনাদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। নগরীর বিভিন্ন সমস্যা, জনগণের মনোভাব, সমালোচনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমরা আপনাদের মাধ্যমে অবগত হই। এ পর্যন্ত আমি সবসময়ে আপনাদের পাশে পেয়েছি। আমার নির্বাচনের সময় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আপনারা কাজ করেছেন। আমার সকল ধরনের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা আমার কাজকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আপনাদের প্রতি এ জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি ভবিষ্যতেও আপনাদের এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রিয় নগরবাসী, সাংবাদিকবৃন্দ, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং প্রিয় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ,

অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে আজকের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

প্রস্তাবিত বাজেটে খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার

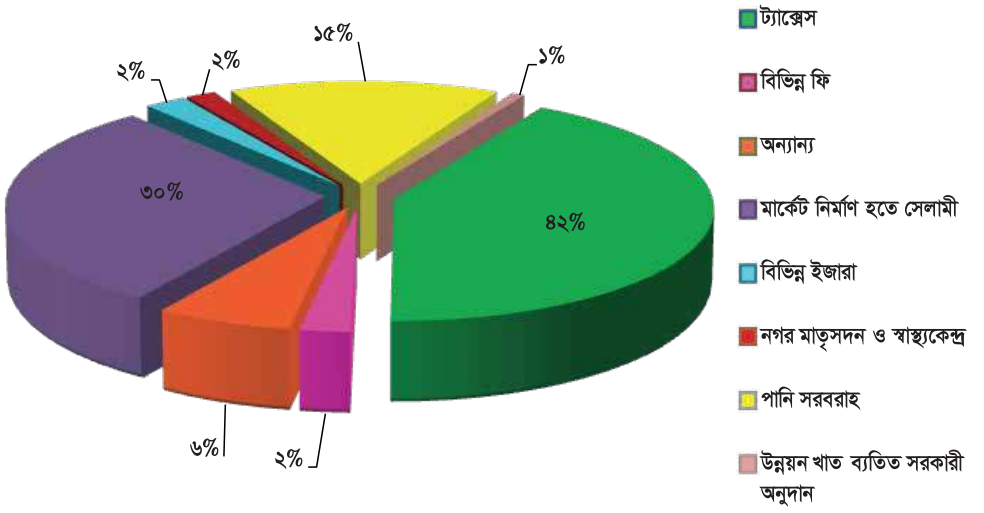

খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের হার

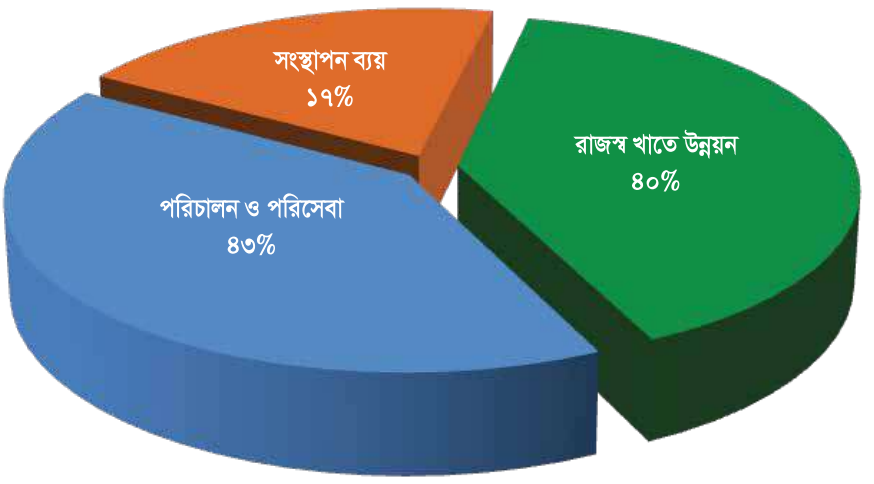

উন্নয়ন আয়

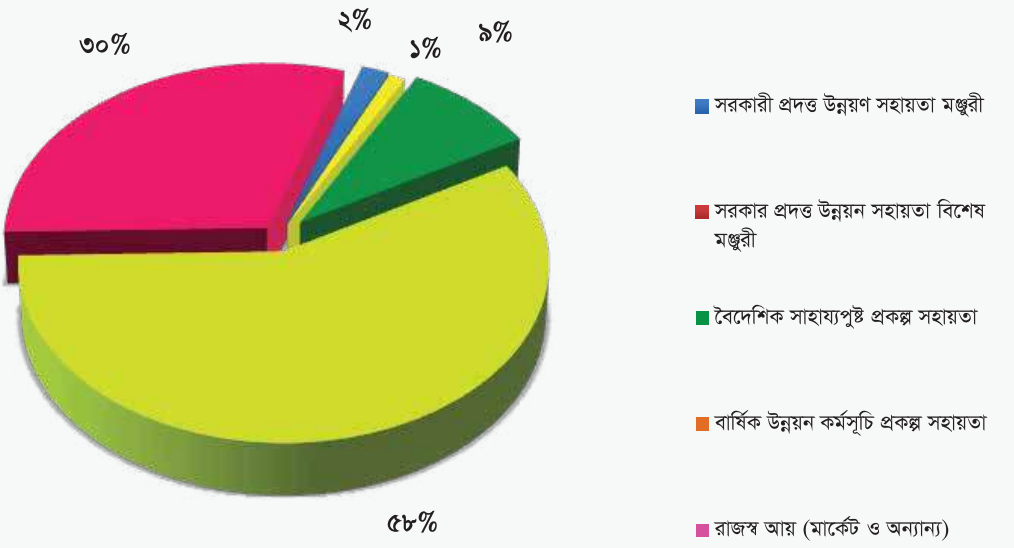

উন্নয়ন ব্যয়

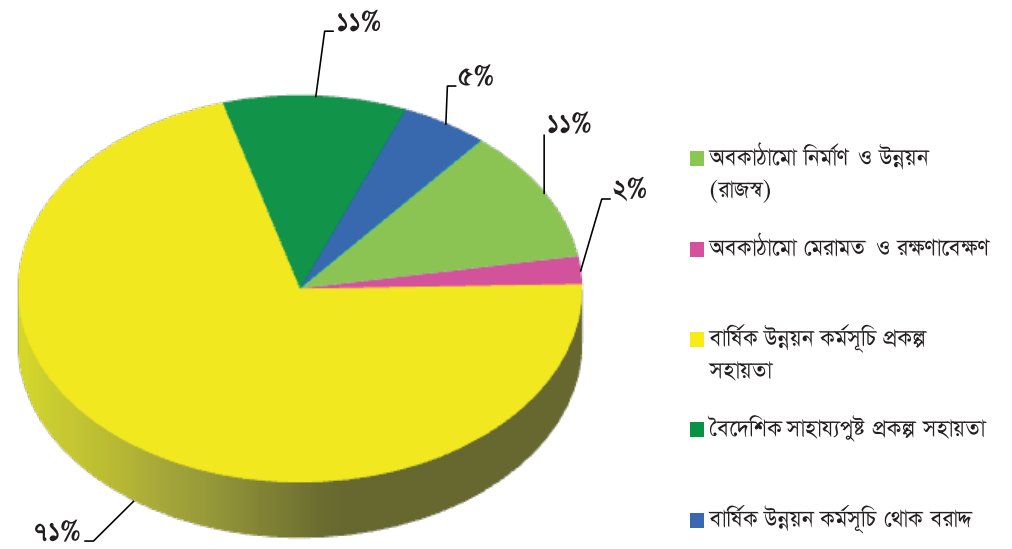

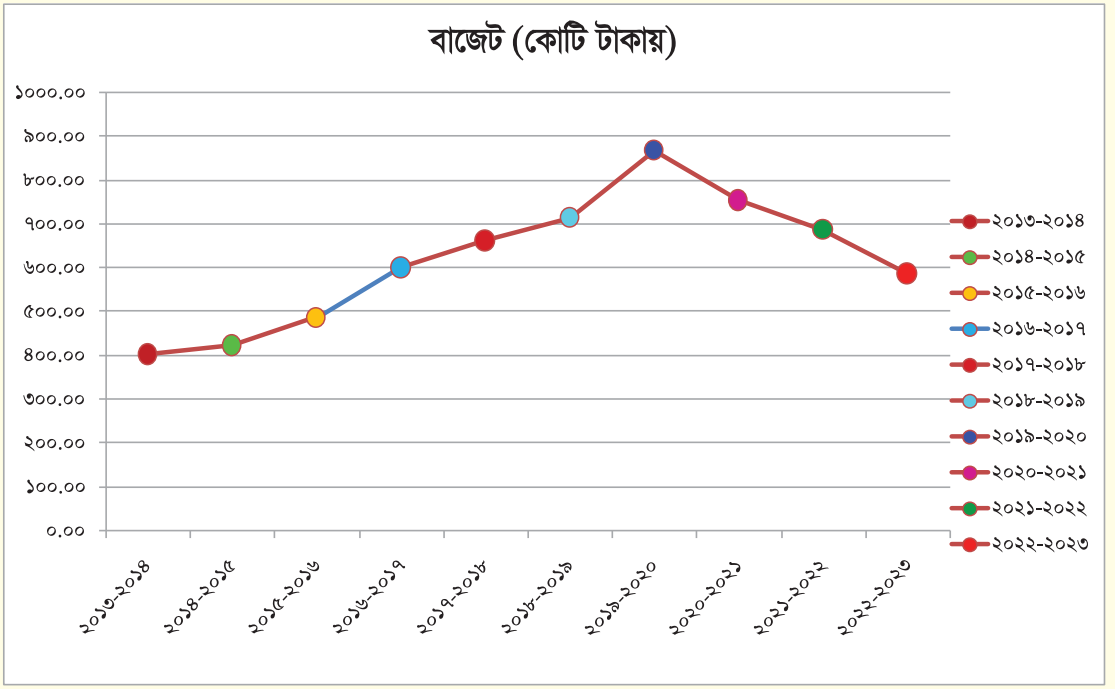
বাজেট (কোটি টাকায়)
১০০০.০০
৯০০.০০
৮০০.০০
৭০০.০০
৬০০.০০
৫০০.০০
৪০০.০০
৩০০.০০
২০০.০০
১০০.০০
০.০০
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২
২০২২-২০২৩

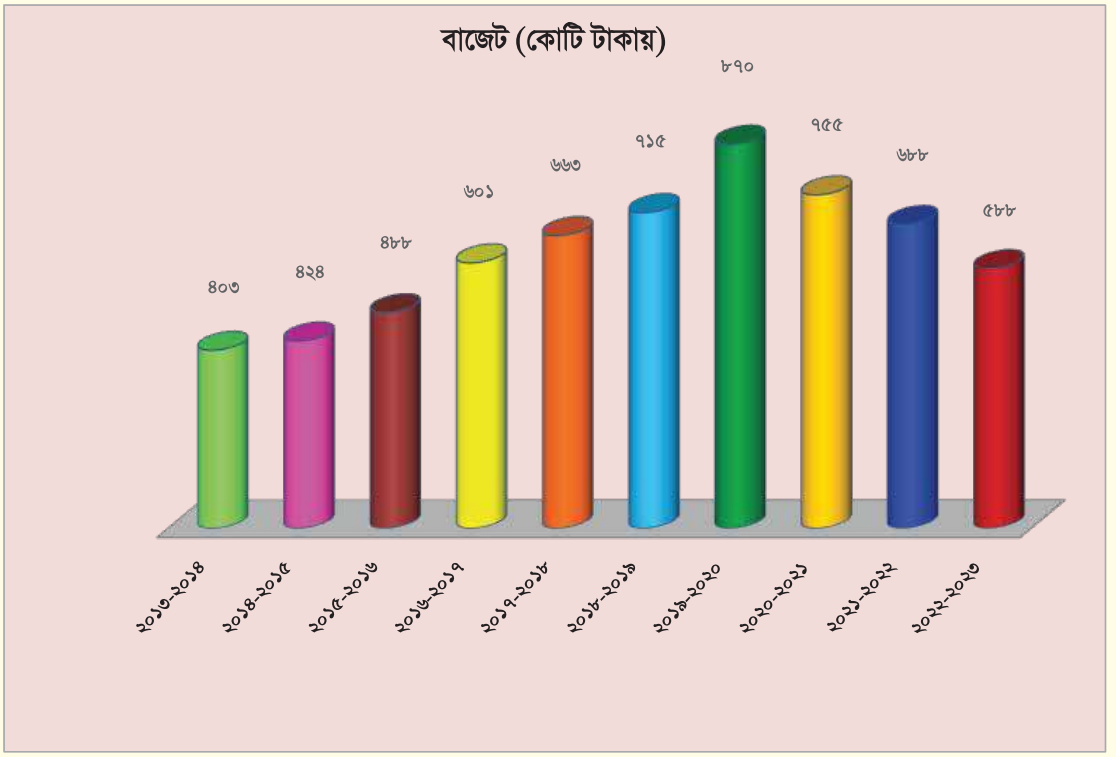
বাজেট (কোটি টাকায়)
৪০৩
৪২৪
৪৪৮
৬০১
৬৬৩
৭১৫
৮৭০
৭৫৫
৬৪৪
৫৪৪
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২
২০২২-২০২৩